তথ্যবিবরণী                                                                   নম্বর : ১১৭০

**আওয়ামী লীগ সরকার মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের সরকার**

**-- পার্বত্য মন্ত্রী**

বান্দরবান, ১৯ আশ্বিন (৪ অক্টোবর) :

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং বলেছেন, আওয়ামী লীগ সরকার মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের সরকার। বর্তমানে সরকারের আমলে রাস্তা ঘাট, স্কুল কলেজ, মসজিদ-মন্দির, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ, সেচ ড্রেন, ইউনিয়নভিত্তিক কমিউনিটিক্লিনিক নির্মাণসহ সর্বক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন করা হয়েছে। তাই বাংলাদেশকে একটি উন্নয়নশীল ও আত্মমর্যাদাশীল রাষ্ট্র বিনির্মাণে আবারো নৌকায় ভোট দেয়ার আহ্বান জানান তিনি।

আজ বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, এলজিইডি ও পার্বত্য জেলা পরিষদের অর্থায়নে ১৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০টি প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পার্বত্য মন্ত্রী এসব কথা বলেন। পরে মন্ত্রী সোনাইছড়ি বটতলী এলাকায় স্থানীয় আওয়ামী লীগের জনসভায় যোগ দেন।

এ সময় মন্ত্রী বলেন, আগামী পাঁচ বছরে নাইক্ষ্যংছড়ি ও সোনাইছড়িতে আমূল পরিবর্তন করা হবে। বর্তমানের চেয়ে চোখ জুড়ানো উন্নয়ন করতে না পারলে এলাকায় আসব না বলেও তিনি জানান।

এ সময় অন্যান্যের মধ্যে বান্দরবান জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও জেলা পরিষদ সদস্য লক্ষীপদ দাস, আওয়ামী লীগের যুগ্ন সম্পাদক ও জেলা পরিষদের সদস্য মোজাম্মেল হক বাহাদুর, জেলা পরিষদের সদস্য ও নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ক্যানোওয়ান চাক, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড বান্দরবান ইউনিটের নির্বাহী প্রকৌশলী ইয়াছির আরাফাত, এলজিইডি নির্বাহী প্রকৌশলী জিয়াউল ইসলাম মজুমদার, জেলা পরিষদ নির্বাহী প্রকৌশলী জিয়াউর রহমান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোমেন শর্মাসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

#

রেজুয়ান/রফিকুল/সেলিম/২০২৩/২১৩৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                     নম্বর : ১১৬৯

দি ডেইলি পিপল'স লাইফ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী

**গণমাধ্যম রাষ্ট্র, সমাজ ও মানুষকে পথ দেখায়**

ঢাকা, ১৯ আশ্বিন (৪ অক্টোবর) :

‘দি ডেইলি পিপল’স লাইফ’ পত্রিকা মানুষের কথা বলবে, জনগণের নিত্যদিনের প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠবে, প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী।

আজ রাজধানীর শাহবাগে ঢাকা ক্লাবের স্যামসন এইচ চৌধুরী সেন্টারে পত্রিকার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় স্পিকার দৈনিকটির নামের প্রশংসা করে একথা বলেন। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ পত্রিকার উদ্বোধক হিসেবে অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

দেশে ইংরেজি দৈনিক সংখ্যায় কম হলেও এর যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে উল্লেখ করে স্পিকার বলেন, বাংলাদেশ এখন এমন এক সময় পার করছে যখন আমরা সারা বিশ্বের সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত। বিদেশি কূটনীতিকদের পাশাপাশি বহু দেশের নাগরিকরা এখানে রয়েছেন। তারা বাংলাদেশের মানুষ ও অগ্রগতি নিয়ে অনেক আগ্রহী।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী গণমাধ্যমের স্বাধীনতার পাশাপাশি দায়িত্বশীলতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে মুক্ত গণমাধ্যমের উদাহরণ এবং গণমাধ্যম যেহেতু রাষ্ট্র, সমাজ ও মানুষকে পথ দেখায়, তাই একে দায়িত্বশীল হতে হয়। 'ডেইলি পিপল'স লাইফ' পত্রিকা দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবে বলে আশাপ্রকাশ করেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, সমালোচনা থাকবে কিন্তু দেশ, মানুষ ও সরকারের অর্জনের প্রশংসাও থাকতে হবে। তাহলেই আমরা দেশকে স্বপ্নের সোনার বাংলায় রূপ দিতে পারবো।

পত্রিকার উদ্বোধন উপলক্ষ্যে এ সময় স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী, তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহ্‌মুদ, মন্ত্রীর সহধর্মিণী নুরান ফাতেমা পত্রিকাসংশ্লিষ্ট ও অভ্যাগতদের নিয়ে কেক কাটেন।

নেক্সট পাবলিকেশনস লিমিটেডের কনসার্ন হিসেবে প্রকাশিত দি ডেইলি পিপলস লাইফ পত্রিকার প্রকাশক নাফিসা জুমাইনা মাহমুদ। পত্রিকার সম্পাদক আজিজুল ইসলাম ভুঁইয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে  সংসদ সদস্য সাইমুম সারোয়ার কমল, প্রধানমন্ত্রীর সাবেক তথ্য উপদেষ্টা ইকবাল সোবহান চৌধুরী, রাজনীতিবিদ শমসের মবিন চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মাকসুদ কামাল, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবুল কালাম আজাদ, প্রেস ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ, প্রধান তথ্য অফিসার মোঃ শাহেনুর মিয়া, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক স. ম. গোলাম কিবরিয়া, আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম আমিন, উপপ্রচার সম্পাদক আব্দুল আউয়াল শামীম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শফিউল আলম ভূঁইয়া, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি মুরসালিন নোমানী, পিপল'স লাইফ পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর চেয়ারম্যান হাসান রহমান প্রমুখ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ।

#

আকরাম/রফিকুল/শামীম/২০২৩/২১৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                   নম্বর : ১১৬৮

**স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতীয় শ্রমিক লীগ ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে**

**-- শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৯ আশ্বিন (৪ অক্টোবর) :

শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান বলেছেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া সংগঠন জাতীয় শ্রমিক লীগ ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে। বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে জাতীয় শ্রমিক লীগের হাজার হাজার নেতাকর্মী স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ এবং জীবন উৎসর্গ করেন।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় শ্রম ভবনের সভাকক্ষে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে জাতীয় শ্রমিক লীগের অর্ন্তভুক্ত ঢাকাস্থ বিভিন্ন জাতীয় ও বেসিক ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শ্রমিকদের প্রতি অত্যন্ত সহনশীল। এ সময় শ্রমিকদের প্রতি ড. ইউনূসের বিভিন্ন বৈষম্যমূলক আচরণের কথাও তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ড. ইউনূস দেশের একজন জ্যেষ্ঠ নাগরিক, তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। বাস্তবতা হচ্ছে শ্রমিকদের ৫ শতাংশ লভ্যাংশ দেয়ার কথা ছিল, সেটির মূল্য হচ্ছে ১২০০ কোটি টাকা। তা ঘুষ প্রদান ও জালিয়াতির মাধ্যমে ৪০০ কোটি টাকায় নামিয়েছেন। কিন্তু সেটিও প্রদান করেননি। গ্রামীণ টেলিকমের শ্রমিক কর্মচারীদের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগেও প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান ও নোবেল বিজয়ী ড. ইউনূসসহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে শ্রম আইন লঙ্ঘন করায় তিনি বিচারের মুখোমুখি হয়েছেন।

এ সময় প্রতিমন্ত্রী শ্রমিক নেতৃবৃন্দের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া মনোযোগ দিয়ে শুনেন এবং বাস্তবায়নের আশ্বাস দেন। ইতোমধ্যে শ্রমিকদের কিছু দাবি-দাওয়া বাস্তবায়ন করায় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ প্রতিমন্ত্রীর প্রশংসা করেন।

মতবিনিময় সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জাতীয় বিদ্যুৎ শ্রমিক লীগ (সিবিএ) এর সাধারণ সম্পাদক মোঃ আলাউদ্দিন মিয়া, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন শ্রমিক কর্মচারী লীগ (সিবিএ) এর সভাপতি মোঃ মশিউর রহমান, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কর্মচারী ইউনিয়ন (সিবিএ) এর সভাপতি মোঃ মমিনুল হক মোমিন, ইউনাইটেড ফেডারেশন অভ্‌ গার্মেন্টস ওয়াকার্স এর সাধারণ সম্পাদক মোঃ নুরুল ইসলাম, চিনি শিল্প কর্মচারী ইউনিয়ন এর সভাপতি মোঃ খোরশেদ আলমসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

#

ফেরদৌস/রফিকুল/সেলিম/শামীম/২০২৩/২১১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৬৭

১৫ অক্টোবর সকাল ১০ টা থেকে ১০টা ১ মিনিট পর্যন্ত ঢাকা শহরকে শব্দহীন করার সিদ্ধান্ত

ঢাকা, ১৯ আশ্বিন (৪ অক্টোবর):

শব্দদূষণ বিষয়ে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৫ অক্টোবর সকাল ১০ টা থেকে ১০টা ১ মিনিট পর্যন্ত ঢাকা শহরকে শব্দহীন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

আজ শব্দদূষণ রোধকল্পে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

এ কর্মসূচি সফল করার জন্য ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, সকল প্রকার পরিবহণ ও নির্মাণ সমিতি, বিআরটিএ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, পুলিশ বিভাগ, স্কাউটসহ সকল প্রকার গণমাধ্যম-সহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহায়তা গ্রহণ করা হবে।

ঢাকা শহরের ১০টি শব্দদূষণপূর্ণ স্থানে ১৫ অক্টোবর সকাল সাড়ে ৯ টা হতে সকাল ১০টা পর্যন্ত শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে বিশেষ ক্যাম্পেইন চালানো হবে। শব্দ সৃষ্টিকারীদের মাঝে সচেতনতামূলক স্টিকার বিতরণ করা হবে। পরে ১০ টা হতে ১০টা এক মিনিট পর্যন্ত শব্দহীন থাকবে ঢাকা শহর।

সভায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ বলেন, শব্দহীন থাকা যে কত শান্তির তা জনগণকে বোঝানোর চেষ্টা করা হবে। তিনি বলেন, মানুষের জন্য শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করতে সকলে একসাথে কাজ করে শব্দদূষণ রোধ করতেই হবে।

সচিব ড. ফারহিনা আহমেদের সভাপতিত্বে সভায় অন্যান্যের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ইকবাল আব্দুল্লাহ হারুন, মোঃ মিজানূর রহমান, সঞ্জয় কুমার ভৌমিক ও ফাহমিদা খানম-সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

দীপংকর/পাশা/রফিকুল/জয়নুল/২০২৩/২০৩৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                   নম্বর : ১১৬৬

টেলিভিশনে স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য

**সকল ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া**

ঢাকা, ১৯ আশ্বিন (৪ অক্টোবর) :

সরকারি-বেসরকারি টিভি চ্যানেলসহ সকল ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় নিম্নোক্ত বার্তাটি স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো :

মূলবার্তা :

“**১৫ অক্টোবর সকাল ১০ টা থেকে ১০টা ১ মিনিট পর্যন্ত ঢাকা শহরকে শব্দহীন করার সিদ্ধান্ত : আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় এ সিদ্ধান্ত** **”।**

#

দীপংকর/পাশা/মোশারফ/রফিকুল/শামীম/২০২৩/২১১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                     নম্বর : ১১৬৫

**খালেদা জিয়ার থাকার কথা কারাগারে**

**-- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৯ আশ্বিন (৪ অক্টোবর) :

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘বেগম খালেদা জিয়ার থাকার কথা কারাগারে, বাইরে থাকার কথা নয়। তিনি শাস্তিপ্রাপ্ত, দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি হওয়া সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী তাঁর সাজা স্থগিত রেখে তাকে বাইরে থাকার সুযোগ করে দিয়েছেন।’

মন্ত্রী বলেন, ‘বেগম জিয়ার পরিবারের সদস্যরা তার সাথে নিয়মিত দেখা করে, যোগাযোগ করে এবং তার দলের নেতারাও যায়। এটি জননেত্রী শেখ হাসিনার একটি বড় মহানুভবতা। মির্জা ফখরুল সাহেবসহ বিএনপি নেতাদের জননেত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ দেওয়া প্রয়োজন। উনারা বুঝি সেটি টের পাচ্ছেন না যে, প্রধানমন্ত্রী কি রকম মহানুভবতা দেখিয়েছেন। তাকে বাইরে থাকার ব্যবস্থাটা যদি বাতিল করা হয় তখন সম্ভবত তারা টের পাবেন যে বেগম জিয়ার জন্য কি পরিমাণ মহানুভবতা শেখ হাসিনা দেখিয়েছেন।’

আজ সচিবালয়ে ‘কনফেডারেশন অভ ফিল্ম, টিভি এন্ড ডিজিটাল মিডিয়া প্রফেশনালস’ প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তথ্যমন্ত্রী একথা বলেন। জাতীয় পার্টির (জেপি) মহাসচিব ও কনফেডারেশনের সভাপতি সাদেক সিদ্দিকী, সাধারণ সম্পাদক মোঃ আবু জাফর অপু, নেতৃবৃন্দের মধ্যে ইফতেখার আলী এবং সালাম চৌধুরী প্রমুখ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

ড. হাছান মাহ্‌মুদ এ সময় বলেন, ‘বেগম খালেদা জিয়া রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকলে জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রতি মহানুভবতা দেখাতেন না। যেখানে তার বাড়ির সামনে গিয়ে জননেত্রী শেখ হাসিনা দাঁড়িয়ে থাকার পর দরজা খোলেননি, যেখানে ১৫ আগস্ট জন্মদিন না হওয়া সত্ত্বেও তিনি কেক কাটেন, যেখানে ২০০৪ সালে গ্রেনেড হামলার পর সেটা নিয়ে হাস্যরস করেন, সেখানে বেগম জিয়া এ ধরনের সহানুভূতি দেখাতেন না, সেটা খুবই স্পষ্ট।’

বিদেশে দেশবিরোধী প্রচারণা নিয়ে প্রশ্ন করলে হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘বিদেশে বিএনপির “পেইড এজেন্ট”রা নানা ধরনের গুজব ছড়াচ্ছে, মধ্যপ্রাচ্যে নানা ধরনের গুজব ছড়াচ্ছে। ক’দিন আগে গুজব ছড়িয়েছিল যে ব্যাংকে টাকা নেই। এজন্য সবাই হুড়মুড় করে ব্যাংক থেকে টাকা তুলে ফেলার হিড়িক শুরু করেছিল। এই গুজবগুলো সরকারের বিরুদ্ধে নয়, বিএনপি এবং তাদের পেইড এজেন্টরা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গুজব ছড়াচ্ছে। তবে এতে তাদের কোনো লাভ হচ্ছে না। আমরা গুজব নিয়ন্ত্রণে কাজ করছি।’

বিএনপির বিভিন্ন সমাবেশে গোলযোগ নিয়ে প্রশ্নে সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, ‘দেখুন বিএনপি যেখানে সমাবেশ করে সেখানে নিজেরাই মারামারি করে, চট্টগ্রামে দুই গ্রুপ মারামারি করেছে, মারামারি করে ওদের পার্টির অফিস ভাঙচুর করেছে, বিভিন্ন জায়গায় এ সমস্ত ঘটনা ঘটছে। আর যে সমাবেশগুলোর মাধ্যমে তারা সরকারকে টেনে নামানোর কথা বলছে, সরকারের পদত্যাগ চাওয়া হচ্ছে, সেখানে সরকার সমস্ত নিরাপত্তা বিধান করছে, যাতে তাদের সমাবেশে কোনো ধরনের বিরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয়। কিন্তু মাঝে মধ্যে তারাই পুলিশের ওপর চড়াও হয়।’

জাতীয় পার্টির (জেপি) মহাসচিব সাদেক সিদ্দিকী বলেন, ‘দেশকে নিয়ে একটি ষড়যন্ত্র হচ্ছে। দেশের বিরুদ্ধে কেউ ষড়যন্ত্র করলে এই কনফেডারেশন তাদের রুখে দাঁড়াবে এবং জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশে উন্নয়ন অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে সহযোগী ভূমিকা পালন করবে।’

সভায় সাদেক সিদ্দিকী কনফেডারেশনের পক্ষে মন্ত্রীর কাছে নয় দফা দাবি সংবলিত একটি পত্র হস্তান্তর করেন। এফডিসি’র ক্যামেরা ও লাইট ভাড়ার হার প্রচলিত বাজার অনুযায়ী পুনর্নিধারণ, সেন্সর বোর্ডসহ বিভিন্ন কমিটিতে কনফেডারেশনের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্তি, জাতীয় পুরস্কারে প্রোডাকশন, লাইট ডিজাইনারদের অন্তর্ভুক্তি, শ্যুটিং ইউনিটের গাড়ি নির্বিঘ্নে চলাচলের দাবিসমূহ মন্ত্রী বিবেচনায় নেওয়ার আশ্বাস দেন।

#

আকরাম/পাশা/মোশারফ/রফিকুল/শামীম/২০২৩/১৭৫৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                               নম্বর : ১১৬৪

**যুবসমাজের সমস্যার সমাধানেই জাতির সম্ভাবনা নিহিত**

**- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৯ আশ্বিন (৪ অক্টোবর):

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম ‘যুব সমাজের সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা’ শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠকে বলেছেন, যুবসমাজের সমস্যার সমাধান করলেই জাতির অনেক সমস্যা সমাধান হয়ে যায়। যুবসমাজের সম্ভাবনা বিকশিত হওয়ার মতো পরিবেশ নিশ্চিত করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

মন্ত্রী আজ ঢাকায় একটি অভিজাত হোটেলে সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিং (সানেম) ও একশন এইড আয়োজিত ‘এড্রেসিং দ্য ভালনারাবিলিটি এন্ড ফ্রেজিলিটি অব ইয়ং পিপল ইন বাংলাদেশ’ শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠকে এ কথা বলেন। এতে আরো উপস্থিত ছিলেন একশন এইডের কান্ট্রি ডিরেক্টর ফারাহ কবির, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সায়েমা হক বিদিশা। ‘এড্রেসিং দ্য ভালনারাবিলিটি এন্ড ফ্রেজিলিটি অব ইয়ং পিপল ইন বাংলাদেশ’ শীর্ষক গবেষণাটি উপস্থাপন করেন সানেমের জেষ্ঠ্য গবেষণা সহকারী ইসরাত শারমিন।

গবেষণায় জানানো হয় বাংলাদেশের যুবকরা যেসব সমস্যার মোকাবেলা করে তা হচ্ছে গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষার সুযোগ, পড়াশোনা ত্যাগ করার প্রবণতা, স্বাস্থ্য সেবার সীমিত সুযোগ, বেকারত্ব এবং কাঙ্ক্ষিত চাকরির সীমিত সুযোগ, দারিদ্র্যতা এবং আর্থিক অনিশ্চয়তা, লিঙ্গবৈষম্য, প্রযুক্তি এবং ডিজিটাল শিক্ষায় অপর্যাপ্ত সুযোগ, জলবায়ু ও পরিবেশ পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলা, সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা মোকাবেলা ইত্যাদি। গবেষণায় যে চারটি যুবসমাজের মূল ভাবনার বিষয় হিসেবে উঠে এসেছে তা হচ্ছে বেকারত্ব, পারিবারিক কল্যাণ, গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা এবং মানসম্পন্ন জীবন যাপনের সুযোগ।

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল শোনেন এবং যে বিষয়গুলো চিহ্নিত হয়েছে তা সমাধানে সরকারের এরই মধ্যে গৃহীত পদক্ষেপগুলো তুলে ধরে বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশ শতভাগ বিদ্যুতায়ন এবং দ্রুতগতির ইন্টারনেট সেবা দেওয়ার দেশ। এটি সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের ফলে। এখন যুবকরা প্রথাগত চাকরির পেছনে না ঘুরে অনেকেই ফ্রিল্যান্সিংয়ের মাধ্যমে তাদের জীবিকা খুঁজে নিয়েছে। তবে প্রযুক্তি শিক্ষার সুযোগ দেশের সকল অঞ্চলে সমানভাবে পৌঁছাতে হবে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, সরকার সে লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

সরকার বিভিন্ন মেগা প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করছে উল্লেখ করে মোঃ তাজুল ইসলাম বলেন এই প্রকল্পগুলো যুবকদের বিভিন্ন সম্ভাবনা বিকশিত করার সুযোগ উন্মুক্ত করবে। বিগত ১৫ বছরে বাংলাদেশের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে যুবকদের আশাবাদী হওয়ার আহ্বান জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, সমস্যা মোকাবেলা করেই সামনে এগিয়ে যেতে হয়, কখনো হতাশ হওয়া যাবে না। আজকের যুবকদের শক্তিশালী হাতই পারবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে।

#

হেমায়েত/পাশা/মোশারফ/শামীম/২০২৩/১৬৫৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৬২

**জাতির পিতার সমাধিতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবের শ্রদ্ধা**

টুঙ্গিপাড়া (গোপালগঞ্জ), ১৯ আশ্বিন (৪ অক্টোবর):

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় অবস্থিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জাকিয়া সুলতানা। সম্প্রতি তিনি সিনিয়র সচিব হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। গত ২৭ সেপ্টেম্বর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এ সংক্রান্ত এক প্রজ্ঞাপন জারি করে। সিনিয়র সচিব হিসেবে পদোন্নতির পূর্বে তিনি শিল্প মন্ত্রণালয়েই সচিব হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

জাতির পিতার সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদনকালে তিনি বঙ্গবন্ধু ও ’৭৫ সালে তাঁর পরিবারের শহিদদের আত্মার শান্তি কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করেন। এ সময় শিল্প মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থার প্রধানগণ, গোপালগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক গোলাম কবির, টুঙ্গিপাড়ার উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আল মামুন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

পরে তিনি বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) এর বাস্তবায়নাধীন ‘গোপালগঞ্জ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প’ পরিদর্শন করেন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই প্রকল্পটি সম্পন্ন করার নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া, তিনি গোপালগঞ্জ বিসিক শিল্পনগরী পরিদর্শন করেন এবং যে সকল প্লট খালি পড়ে রয়েছে, সেগুলো জরুরি ভিত্তিতে বরাদ্দ দেয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করেন।

#

মাহমুদুল/পাশা/মোশারফ/জয়নুল/২০২৩/১৭১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                     নম্বর : ১১৬১

**কোভিড-১৯** **সংক্রান্ত** **সর্বশেষ** **প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১৯ আশ্বিন (৪ অক্টোবর) :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে আজ বুধবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৫ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার শূন্য দশমিক ৯৮ শতাংশ। এ সময় ৫১০ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

          গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৭৭ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১৩ হাজার ৩৯২ জন।

#

 সুলতানা/পাশা/মোশারফ/শামীম/২০২৩/১৭১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৬০

**সুন্দরবন সুরক্ষায় সরকারের উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেছে ইউনেস্কো  
 - পরিবেশমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৯ আশ্বিন (৪ অক্টোবর):

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট সুন্দরবনের সুরক্ষায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে সরকারের কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্প্রতি সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্য কমিটির সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী পরিষদের ৪৫তম বর্ধিত সভায় গত এক দশকে বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। সভায় পরিকল্পিত বনায়নের মাধ্যমে কার্যকর সংরক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ করায় সুন্দরবন ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ এর সম্পদের সুরক্ষা বৃদ্ধি করার জন্য বাংলাদেশের অব্যাহত প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানানো হয়েছে। ন্যাশনালি ডিটারমাইন্ড কন্ট্রিবিউশনের অংশ হিসেবে ছয়টি কয়লা-চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাতিল করার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানানো হয়েছে।

আজ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে সুন্দরবনের সুরক্ষা ও উন্নয়নে বর্তমান সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ ও সফলতা বিষয়ে প্রেস ব্রিফিংয়ে মন্ত্রী এ কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, সুন্দরবনের ওপর উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রভাব নিরসনের লক্ষ্যে ২০২১ সালে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের স্ট্র্যাটেজিক এনভায়রনমেন্টাল অ্যাসেসমেন্ট করা হয় এবং এর আলোকে স্ট্র্যাটেজিক এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান প্রস্তুত করায় ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কমিটি বাংলাদেশের ভূয়সী প্রশংসা করেছে। কোভিড-১৯ এর কঠিন সময়ে ন্যাশনাল অয়েল অ্যান্ড কেমিক্যাল স্পিল কন্টিনজেন্সি প্ল্যান ২০২০ গ্রহণ এবং জরুরি পরিস্থিতিতে সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাব প্রশমনে এটির বাস্তবায়নের জন্য কমিটি সভায় বাংলাদেশের প্রশংসা করা হয়েছে ৷ ভারত ও বাংলাদেশ অংশে সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য উন্নয়নে যৌথ ব্যবস্থাপনার কার্যক্রমকে স্বাগত জানানো হয়েছে এবং এই কার্যক্রম আরো জোরদার করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

মন্ত্রী বলেন, সুন্দরবন ও এর জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে ২০৩০ সাল পর্যন্ত সরকার কর্তৃক গাছ কাটা, ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবহার ও পরিবহন নিষিদ্ধ করেছে। সুন্দরবনে মোট আয়তনের ৫৩ দশমিক ৫২ শতাংশ রক্ষিত এলাকা হতে সকল ধরনের সম্পদ আহরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সরকার বন্যপ্রাণীর প্রধান প্রজননকাল জুন, জুলাই এবং আগস্ট এই ৩ মাস সুন্দরবন হতে সকল ধরনের বনজদ্রব্য সংগ্রহ এবং পর্যটকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ২০২১ সাল হতে রাস মেলা বন্ধ করায় সুন্দরবনে এসময় পূর্বের মতো হরিণ শিকারের কোন ঘটনা ঘটেনি এবং সুন্দরবনের পরিবেশের ওপর কোন বিরূপ প্রভাব পড়েনি।

শাহাব উদ্দিন বলেন, বাঘ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ টাইগার একশন প্লান ২০১৮-২০২৭ প্রণয়ন করা হয়েছে। বাঘ জরিপ, বাঘের শিকার বিষয়ক প্রাণী জরিপ, বাঘ মানুষ দ্বন্দ্ব নিরসনে লোকালয় সংলগ্ন এলাকায় ৬০ কিলোমিটার দীর্ঘ নাইলনের বেষ্টনী নির্মাণ, জলোচ্ছ্বাসের সময় বন্যপ্রাণীর আশ্রয়ের জন্য মাটির উচু টিলা নির্মাণসহ বাঘ সংক্রান্ত অন্যান্য গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। মন্ত্রী আরো বলেন, সরকার সুন্দরবনে স্মার্ট পেট্রোলিং ব্যবস্থা চালু করেছে এবং এর মাধ্যমে সুন্দরবনের বিভিন্ন অপরাধ দমনে উল্লেখযোগ্য সফলতা পাওয়া গেছে। জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত স্মার্ট পেট্রোলিং এর মাধ্যমে ২ হাজার ৪৯৮ জন অপরাধীকে আটক  এবং ১১৬৯টি ট্রলার, জলযান জব্দ করা হয়েছে। সুন্দরবনে বিভিন্ন বন্যপ্রাণী সুপেয় পানীয় জল সরবরাহের জন্য ৪টি নতুন পুকুর খনন এবং ৮৪টি বিদ্যমান পুকুর পুনঃখনন করা হয়েছে। সুন্দরবনের অভ্যন্তরে বন বিভাগের বিভিন্ন ক্যাম্প, স্টেশন, রেঞ্জে অকেজো টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা পুন: স্থাপন করা হয়েছে। সহব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ, ইকোলজিক্যাল মনিটরিং এর ফ্রেমওয়ার্ক প্রস্তুত এবং টহলের জন্য জলযান ক্রয় করা হচ্ছে। ইকোটুরিজম সুবিধা সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে কাজ চলমান আছে।

পরিবেশমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে সুন্দরবন ও এর জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ ও উন্নয়নে সরকার মোট ২ শত ৯৫ কোটি ৯৫ লাখ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৬ টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে সুন্দরবনের প্রতিবেশ, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা, বিজ্ঞানভিত্তিক বন ব্যবস্থাপনা, ও উপকূলীয় এলাকায় সবুজ বেষ্টনী তৈরির কাজ চলমান রয়েছে।

#

দীপংকর/পাশা/জামান/রবি/মাহমুদা/কামাল/২০২৩/১৫২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৫৯

**সাইবার জগতকে নিরাপদ রাখতে বাংলাদেশ-ভারত এক সাথে কাজ করবে**

**--আইসিটি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৯ আশ্বিন (৪ অক্টোবর):

থ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন, শুধু দুই প্রতিবেশী দেশ নয়, গোটা বিশ্বের সাইবার জগতকে নিরাপদ রাখতে বাংলাদেশ ও ভারত এক সাথে কাজ করবে। আমরা যেভাবে পারস্পারিক সহযোগিতার মাধ্যমে দুই দেশ থেকে জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাস নির্মূল করেছি তেমনিভাবে সাইবার হামলা ও হুমকি মোকাবিলা করে সাইবার জগতকে নিরাপদ রাখব।

আজ ঢাকায় বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) মিলনায়তনে বাংলাদেশ ও ভারতের সহযোগিতামূলক যৌথ উদ্যোগের অংশ হিসেবে সাইবার-মৈত্রী ২০২৩ শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় তিন দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

পলক বলেন, প্রতিবেশী বন্ধু রাষ্ট্র যদি শক্তিশালী হয় এবং সেই রাষ্ট্র যদি পাশে থাকে তখন আমাদের আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়। বাংলাদেশ ও ভারত যখন একসাথে শক্রুর মোকাবিলা করে তখন লড়াইটা অনেক সহজ হয়। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ ও ভারত এক সাথে যুদ্ধ করেছে। কোভিড-১৯ মহামারি এক সাথে মোকাবিলা ও ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণেও দুই দেশ এক সাথে কাজ করেছে। আগামীতে স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১ ভিশন বাস্তবায়নে আমরা এক সাথে কাজ করবো। ভারতের সাইবার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিমকে (সিইআরটি) পাশে পেয়ে সাইবার হামলা মোকাবিলা ও অপরাধ দমনে আমরা অনেকটাই আত্মবিশ্বাসী বলেও তিনি জানান।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, বর্তমান আন্তঃসংযুক্তির বিশ্বে প্রযুক্তি রৈখিক গতির পরিবর্তে সূচকীয় গতিতে অগ্রসর হচ্ছে এবং তা আমাদের জন্য বিশাল সম্ভাবনা ও সুযোগ তৈরি করছে। এর পাশাপাশি সাইবার জগতের কার্যক্রম নিরবচ্ছিন্ন রাখার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে। এমন বাস্তবতায় সাইবার হামলা ও হুমকি মোকাবিলায় সাইবার মৈত্রীর মতো আরো উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে তিনি জানান।

বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা বলেন, বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্ক এখন নতুন উচ্চতায়। দুই দেশের মধ্যে কানেক্টিভিটি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, সাইবার সিকিউরিটি, স্টার্টআপসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক সম্প্রসারিত হয়েছে। বাংলাদেশ ও ভারত আগেই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, সাইবার সিকিউরিটির ক্ষেত্রে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক বৃদ্ধিতে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের বিজিডি ই-গভ সার্ট এবং ভারতের সার্টের যৌথ উদ্যোগে তিন দিনের সাইবার মৈত্রী অনুষ্ঠিত হলো। ভবিষ্যতে সাইবার জগতে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে এ ধরনের সহযোগিতামূলক উদ্যোগে অব্যাহত থাকবে বলেও তিনি জানান।

বিসিসি’র নির্বাহী পরিচালক রনজিত কুমারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন আইসিটি বিভাগের সচিব মো. সামসুল আরেফিন এবং সিইআরটি, ইন্ডিয়া এর সিনিয়র ডিরেক্টর এস এস শর্মা।

#

শহিদুল/জামান/রবি/রাসেল/কামাল/২০২৩/১৫৩০ ঘণ্টা

**Not to publish before 5 PM**

Handout Number :1158

**Prime Minister's Message on the Graduation Ceremony of Rooppur Nuclear Power Plant**

Dhaka, 4 October :

Prime Minister Sheikh Hasina has given the following message on the occasion of the ‘Graduation Ceremony of Rooppur Nuclear Power Plant’:

“The graduation ceremony of the Rooppur Nuclear Power Plant signifies a momentous achievement in Bangladesh's nuclear energy history.. With the recent supply of fresh nuclear fuel to the first unit of Rooppur Nuclear Power Plant,,it has now entered its final phase,, cementing Bangladesh's position as a member of the prestigious Nuclear Energy Club. I am greatly honored and delighted to be a part of this auspicious occasion.

The vision of our Father of the Nation,, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, foresaw the peaceful use of nuclear energy in Bangladesh..He established the Bangladesh Atomic Energy Commission, which paved the way for the construction of the Rooppur Nuclear Power Plant..

The Awami League government has meticulously crafted a comprehensive Power System Master Plan to meet the growing energy demands of our nation..We have taken strategic measures to incorporate alternative energy sources,,including nuclear power, to reduce our dependence on fossil fuels. The Rooppur Nuclear Power Plant is expected to contribute 2,400 megawatts of electricity to our national grid..We are employing cutting-edge technology in its construction, with significant support from the friendly Russian Federation,, while strictly adhering to the safety,, security,, and safeguards guidelines established by the IAEA..

The Rooppur Nuclear Power Plant stands as a monumental accomplishment in Bangladesh's energy sector, showcasing our government's unwavering commitment to clean and reliable power generation..Furthermore, the transfer of clean technology is crucial in our pursuit of a pollution-free and secure planet. This state-of-the art mega-project will help fulfill our energy needs while reducing carbon emissions and diminishing our dependence on fossil fuels. It is a testament to our government's dedication to ensuring energy security to achieve a brighter and more sustainable future for the people of Bangladesh. The supply of fresh nuclear fuel for the first time in Bangladesh accelerates the realization of Bangladesh's vision to become a developed nation by 2041.

I firmly believe that the Rooppur Nuclear Power Plant will play a pivotal role in our socio-economic development as well as in building a science-minded nation. We are tirelessly working to transform the dream of 'Golden Bangladesh,,' free from hunger and poverty, as cherished by the Father of the Nation,, into reality..

On this historic occasion,, I extend my heartfelt thanks to all those involved in the successful implementation of this mega project.

Joi Bangla, Joi Bangabandhu

May Bangladesh Live Forever”.

#

Emrul/Zaman/Rabi/Mahamuda/Masum/2023/1100 hours

Not to publish before 5 PM

**Not to publish before 5 PM**

Handout Number : 1157

**President's Message on the Graduation Ceremony of Rooppur Nuclear Power Plant**

Dhaka, 4 October :

President Mohammed Shahabuddin has given the following message on the occasion of the ‘Graduation Ceremony of Rooppur Nuclear Power Plant’:

“The Rooppur Nuclear Power Plant, a dream envisioned by Honb’le Prime Minister Sheikh Hasina is now visible to the entire global community. With the supply of fresh nuclear fuel, Rooppur Nuclear Power Plant is graduating to its final stage.

I extend my heartfelt congratulations on the auspicious occasion of the ‘Graduation Ceremony of Rooppur Nuclear Power Plant’. This remarkable achievement marks a significant milestone in our nations’s journey towards energy securtiy, sustainability, and technological advancement. I extend my heartfelt feliciations to the Honb'le Prime Minister Sheikh Hasina, whose visionary leadership has brought this mega Project to a success.

The Rooppur Nuclear Power Plant project has been a testament to our commitment to harnessing clean and reliable energy sources for Bangladesh. I think, with the commencement of fresh nuclear fuel supply to this plant, we are taking a giant leap towrds a brighter and more sustaniable future. This achievement not only reinforces our dedication to nuclear energy but also highlights the collaborative efforts of countless individuals, engineers, scinentists, and technicians who have worked tirelessly to ensure the success of this project. It is a tribute to the dedication and expertise of our nuclear community.

The Rooppur Nuclear Power Plant will play a crucial role in meeting our growing energy demands, reducing our dependence on fossil fuels, and mitigating the effects of climate change. I heartily congratulate and thank them.

Our government has undertaken a noble vision of building ‘Smart Bangladesh’ aiming to transform our country into a technologically advanced and sustainable society. Rooppur Nuclear Power Plant will play a significant role in materializing our commitment for building ‘Smart Bangladesh’. I strongly believe that this achievement has been possible due to the relentless efforts of our Honb’le Prime Minister Sheikh Hasina and very soon mass people will get its benefits. Once again, I congratulate everyone including our Russian friends on this momentous occasion for their dedication and contribution. May Rooppur Nuclear Power Plant shine as an inspiration of progress and prosperity for our nation.

I wish the project a grand success.

Joi Bangla.

Khoda Hafez, May Bangladesh Live Forever.”

#

Hasnat/Zaman/Rabi/Mahamuda/Masum/2023/1100 hours

Not to publish before 5 PM

**Not to publish before 5 PM**

Handout Number : 1156

**Prime Minister's message on “Smart Bangladesh Summit** **2023”**

Dhaka, 4 October :

Prime Minister Sheikh Hasina has given the following message on the occasion of the ‘Smart Bangladesh Summit’ :

“I am happy to know that “Smart Bangladesh Summit 2023” is being held on 5-7 October 2023 in Dhaka. On this joyous occasion, I would like to congratulate the dedicated individuals and all stakeholders who are relentlessly contributing towards making our goal of Smart Bangladesh a reality by 2041.

The Awami League government has persistently been working to turn Bangladesh into a developed-prosperous Smart Bangladesh by 2041. ‘Smart Bangladesh’ is not just a concept, it's a bold and dynamic initiative that resonates with the visionary spirit of the Greatest Bangalee of all time, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, aiming for a digitally empowered society, thriving economy, and inclusive governance.

As we march toward 2041, our collective efforts to enable Smart Citizens, foster Smart Governance, drive Smart Economy and develop Smart Society are setting the stage for a remarkable transformation. By embracing technology in our daily lives learning and businesses, we are opening new avenues of growth and development. This vision is not only about modernizing infrastructure but also about improving the lives of every citizen. It's about empowering the youth, bridging gaps, and creating opportunities for all, leaving no one behind.

I am glad to share that Bangladesh's ICT sector has achieved significant growth with expanding internet penetration, a thriving software and hardware industry, including digital service advancements in the last couple of years. These successes bolster economic development and propel the nation toward a technology-driven future.

The Smart Bangladesh Summit 2023 is an initiative that gives everyone the chance to interact and share knowledge on a single platform, including experts, decision-makers, and leaders in the sector. I hope, this accelerates our journey towards a digitally empowered and economically prosperous nation. I firmly believe, this summit, along with its diverse array of parallel events, will further enrich these discussions and contribute to our journey towards becoming a technologically empowered nation.

I wish the ‘Smart Bangladesh Summit 2023’ a grand success.

Joi Bangla, Joi Bangabandhu

May Bangladesh Live Forever"

#

Shahana/Zaman/Rabi/Kamal/2023/1420 hours

Not to publish before 5 PM

**Not to publish before 5 PM**

Handout Number : 1155

**President's Message on “Smart Bangladesh Summit 2023”**

Dhaka, 4 October :

President Mohammed Shahabuddin has given the following message on the occasion of the ‘Smart Bangladesh Summit 2023’ :

“On the occasion, ‘Smart Bangladesh Summit 2023’ organized by ICT division of Bangladesh, I extend my heartfelt felicitations to the participants, organizers, contributors, and all stakeholders.

The vision of Smart Bangladesh holds the promise of transforming our nation into a modern, knowledge-driven society by the year 2041. This comprehensive plan is aimed at fostering innovation, driving economic growth, and enhancing the well-being of our society. Under the visionary and prudent leadership of Prime Minister Sheikh Hasina the ‘Smart Bangladesh’ initiative aims to create a more intelligent, sustainable, and technologically-equipped nation. This vision outlines a bold strategy to elevate our country into an affluent middle-income nation, boasting a robust economy and world-class infrastructure that would help become emerging nations in the world.

The ‘Smart Bangladesh Summit 2023’ marks a significant juncture in our journey towards becoming a technologically advanced and digitally empowered smart nation. Embracing the pillars of Smart Citizens, Smart Government, Smart Economy, and Smart Society, we embark on a transformative path that propels our economy and fosters inclusive growth. The ICT sector stands as a beacon of promise in Bangladesh's dynamic landscape. Over the past few years, this sector has experienced remarkable growth, driven by government support and the dedication of our competent young professionals. Our achievements in the ICT sector, including the expansion of digital services have expedited economic growth and enhanced our global reputation. The Smart Bangladesh Summit showcases our dedication towards nurturing innovation and global collaboration, reinforcing our position on the world stage.

I firmly believe that Smart Bangladesh Summit would act as a platform for exchanging knowledge, experiences, and strategies that are fundamental to realize the vision of Smart Bangladesh. I think by integrating technology, innovation, and effective governance, we can pave the way for a prosperous future for our citizens, while cementing our position in the global innovation milieu. I extend my heartfelt gratitude to all concerned who have contributed to make the ‘Smart Bangladesh Summit 2023’ a reality. Let us forge ahead hand in hand, harnessing the power of innovation to drive progress and prosperity for our beloved nation.

I wish the ‘Smart Bangladesh Summit 2023’ a grand success.

Joi Bangla.

Khoda Hafez, May Bangladesh Live Forever”.

#

Rahat/Zaman/Rabi/Mahmuda/Kamal/2023/1200 hours

Not to publish before 5 PM

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৫৪

**বিশ্ব শিক্ষক দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১৯ আশ্বিন (৪ অক্টোবর ) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ‘বিশ্ব শিক্ষক দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

‘‘জাতীয় পর্যায়ে ও সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ‘বিশ্ব শিক্ষক দিবস’ উদ্‌যাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। ‘বিশ্ব শিক্ষক দিবস’ উপলক্ষ্যে আমি সকল শিক্ষককে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি।

দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ‘কাঙ্খিত শিক্ষার জন্য শিক্ষক: শিক্ষক স্বল্পতা পূরণে বৈশ্বিক অপরিহার্যতা’, যা অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

শিক্ষক হলো সমাজ গঠনের মূল কারিগর। শিক্ষক নবীন প্রজন্মকে জ্ঞান বিতরণ করেন, স্বপ্ন দেখান, তাদের মধ্যে বিশ্বাসের বীজ বপন করেন। যার ফলে নবীন প্রজন্ম সুশিক্ষিত, দক্ষ, যোগ্য ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠে। আমরা যদি সভ্যতার দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাই প্রতিটি সভ্যতা গড়ার পিছনে অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছেন শিক্ষকগণ। ১৯৯৫ সাল থেকে ইউনেস্কো সারা বিশ্বে ৫ অক্টোবরকে ‘বিশ্ব শিক্ষক দিবস’ হিসেবে ঘোষণা দেয়।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই গভীর সত্যটি উপলব্ধি করেছিলেন বলেই শিক্ষকের মান-মর্যাদা ও জীবনমান উন্নয়নে নানামুখী পদক্ষেপ হাতে নিয়েছিলেন। তিনি ১ লাখ ৬৫ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকুরি এবং ৩৬ হাজার ১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করেন। জাতির পিতা বাংলাদেশের প্রথম বাজেটে শিক্ষাখাতে এদেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ ২১ দশমিক ১৬ শতাংশ বরাদ্দ দেন। তিনি সকল স্কুল-কলেজ পুনর্গঠন এবং নতুন বিদ্যালয়-কলেজ ভবন নির্মাণ করেন। নৈতিক শিক্ষার কথা বিবেচনা করে প্রতিষ্ঠা করেন মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড।

আওয়ামী লীগ সরকার জাতির পিতার শিক্ষা দর্শনের আলোকে শিক্ষাখাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে গত ১৫ বছরে ব্যাপক উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। শিক্ষার হার ২০০৭ সালের ৪৬ দশমিক ৬৬ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৭৬ দশমিক ৮ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। আমরা একটি যুগোপযোগী জাতীয় শিক্ষা নীতি প্রণয়ন করেছি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন গ্রেড বৃদ্ধি করা হয়েছে। বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বাড়িভাড়া ও চিকিৎসাভাতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের গবেষণার জন্য অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নে দেয়া হচ্ছে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ। আমরা মনে করি শিক্ষকদের জীবনমানের উন্নয়ন না ঘটালে গুণগত শিক্ষা অর্জন সম্ভব নয়।

শিক্ষার মূল চালিকা শক্তি হলো শিক্ষক। শিক্ষকতা একটি মহান পেশা। শিক্ষকের অনেক দায়বদ্ধতা রয়েছে। শুধু পুঁথিগত বিদ্যা বিতরণ নয়, একজন শিক্ষার্থীকে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তার আচার-আচরণের গুণগত পরিবর্তন সাধন, নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের ভিত্তি স্থাপন করে দেয়াও শিক্ষকের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

আমরা ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ গড়তে চাই, এজন্য প্রয়োজন একটি স্মার্ট জনশক্তি। সেজন্য আমরা একটি যুগোপযোগী কারিকুলাম প্রণয়ন করেছি। এই কারিকুলাম বাস্তবায়নের জন্য আমাদের মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। আমি বিশ্বাস করি, আমাদের সকল শিক্ষক এই নতুন কারিকুলাম বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন। শিক্ষকদের প্রত্যক্ষ ছোঁয়ায় গড়ে উঠবে একটি দক্ষ প্রজন্ম, যারা আমাদের উপহার দেবে একটি ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’।

আমি ‘বিশ্ব শিক্ষক দিবস ২০২৩’ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/জামান/রবি/রাসেল/কামাল/২০২৩/১১৩০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৫৩

**বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১৯ আশ্বিন (৪ অক্টোবর) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন আগামীকাল ‘বিশ্ব শিক্ষক দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো জাতীয়ভাবে ইউনেস্কো ঘোষিত বিশ্ব শিক্ষক দিবস উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের সকল নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

আদর্শ জাতি গঠনের মহান কারিগর শিক্ষকগণ সর্বদা জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আলোকবর্তিকা হিসেবে নিবেদিত প্রাণ। শিক্ষকগণ সমাজের বাতিঘর এবং সুনাগরিক গড়ার প্রধান প্রকৌশলী । শিক্ষকরা অক্লান্ত পরিশ্রম ও পরম যত্নে জ্ঞান বিতরণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষ সাধন ও নৈতিকতা বিকাশের দায়িত্ব কৃতিত্বের সাথে পালন করে যাচ্ছেন। এ কৃতিত্ব শুধু শ্রেণিকক্ষেই নয়, বৈশ্বিক মঞ্চেও দৃশ্যমান। আমাদের শিক্ষকদের অর্জন এবং কৃতিত্ব তাঁদের নিরলস সাধনার যথার্থ প্রমাণ। শিক্ষার ক্ষেত্রে উদ্ভাবন এবং গবেষণাকে উৎসাহিত করার জন্য সরকার শিক্ষকদের জন্য গবেষণা অনুদান এবং বৃত্তি-তহবিল গঠন করেছে। এ উদ্যোগ শিক্ষকদের মর্যাদা উন্নীত করার পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে।

দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা অনেকাংশে নির্ভর করে টেকসই শিক্ষাসহ দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নের ওপর। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিক্ষাকে ভিত্তি করেই দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। সরকার শিক্ষাক্ষেত্রের প্রসার ও জনগণকে শতভাগ শিক্ষার আওতায় আনার জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলো ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি সুখী-সমৃদ্ধ ও প্রযুক্তিনির্ভর স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া সরকার উচ্চ শিক্ষাসহ গবেষণা খাতকে সমৃদ্ধ করতেও বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। তবে আদর্শ ও সৃজনশীল নাগরিক গড়ার জন্য দক্ষ ও সৃষ্টিশীল শিক্ষকের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। তাই শিক্ষার সকল পর্যায়ে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ও প্রশিক্ষিত শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। এ প্রেক্ষাপটে এ বছরের বিশ্ব শিক্ষক দিবসের প্রতিপাদ্য ‘কাঙ্ক্ষিত শিক্ষার জন্য শিক্ষক: শিক্ষক স্বল্পতা পূরণে বৈশ্বিক অপরিহার্যতা’ যথার্থ ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বিশ্ব শিক্ষক দিবসে দেশের সকল শিক্ষকের প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। দেশের উন্নয়নে নিষ্ঠা, কঠোর পরিশ্রম এবং দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়ে বাংলাদেশের প্রতিটি শিশুর মানসম্পন্ন শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করতে সকলকে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছি। শিক্ষকরা জাতির ভবিষ্যৎ গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন বিশ্ব শিক্ষক দিবস-২০২৩- এ এটাই সকলের প্রত্যাশা।

আমি ‘বিশ্ব শিক্ষক দিবস-২০২৩’ উপলক্ষ্যে ‍গৃহীত সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

#

রাহাত/জামান/রবি/রাসেল/মাসুম/২০২৩/১১০০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৫২

**‘রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের গ্রাজুয়েশন অনুষ্ঠান’ উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১৯ আশ্বিন (৪ অক্টোবর ) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ‘রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের গ্রাজুয়েশন অনুষ্ঠান’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

‘‘রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের গ্রাজুয়েশন অনুষ্ঠান’ বাংলাদেশের পারমাণবিক শক্তির ইতিহাসে এক যুগান্তকারী মাইলফলক। এই বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রথম ইউনিটে পারমাণবিক জ্বালানি সরবরাহের মাধ্যমে প্রকল্পটি চূড়ান্ত পর্যায়ে পদার্পণ করেছে। বাংলাদেশ এখন অভিজাত নিউক্লিয়ার এনার্জি ক্লাবের সদস্য। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার। সে লক্ষ্যে তিনি বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন প্রতিষ্ঠা করেন, যা রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের পথ প্রশস্ত করে।

দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণ করতে আওয়ামী লীগ সরকার একটি বিস্তৃত পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান তৈরি করেছে। জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমাতে আমরা পারমাণবিক শক্তির মত বিকল্প জ্বালানি ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। সে লক্ষ্যেই আমরা রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করছি, যা আমাদের জাতীয় গ্রিডে ২৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে। বন্ধুপ্রতীম রাশিয়ার সহযোগিতায় এখন পর্যন্ত উদ্ভাবিত সর্বাধুনিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এই বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের কাজ আজ সফলতার দ্বারপ্রান্তে। এক্ষেত্রে পারমাণবিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমরা আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা (IAEA)-এর গাইডলাইন যথাযথভাবে অনুসরণ করেছি।

পরিচ্ছন্ন ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনে এবং কার্বন নিঃসরণ হ্রাসকরণে বাংলাদেশ সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। এ লক্ষ্য অর্জনে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। অধিকন্তু, সকলের জন্য দূষণমুক্ত ও নিরাপদ বিশ্ব বিনির্মাণে পরিচ্ছন্ন প্রযুক্তির ভূমিকা অনস্বীকার্য। অত্যাধুনিক এই মেগা প্রকল্পটি দেশের বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণের পাশাপাশি কার্বন নিঃসরণ হ্রাস করবে ও জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমাবে। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রথম ইউনিটের জ্বালানি সরবরাহের মাধ্যমে আমাদের আরো একটি স্বপ্নের বাস্তবায়ন শেষ হলো। জাতি হিসেবে এটি আমাদের জন্য গৌরবের এবং সম্মানের।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ দেশকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত ‘সোনার বাংলাদেশ’ হিসেবে গড়তে চেয়েছিলেন। জাতির পিতার স্বপ্নের উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে আমরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এবং স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। আমি রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

এই মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/জামান/রবি/রাসেল/মাহমুদা/কামাল/২০২৩/১১০০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৫১

**রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের গ্রাজুয়েশন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১৯ আশ্বিন (৪ অক্টোবর) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন আগামীকাল **‘**রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের গ্রাজুয়েশন অনুষ্ঠান’উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের ‘প্রথম ইউনিটের পারমাণবিক জ্বালানি সরবরাহ’ এর শুভ উদ্বোধন হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। জ্বালানি নিরাপত্তা, স্থায়িত্ব ও প্রযুক্তির অগ্রযাত্রায় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। আমি এই শুভক্ষণে অভিনন্দন জানাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে যাঁর স্বপ্নদর্শী ও সাহসী নেতৃত্বে এই মেগা প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়া প্রকল্প বাস্তবায়নে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারী, দেশি-বিদেশি প্রকৌশলীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

পরমাণু শক্তি দূষণমুক্ত, সাশ্রয়ী ও নিরাপদ উপায়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের অন্যতম প্রধান উৎস। বিশ্বের অল্পসংখ্যক দেশ উচ্চ প্রযুক্তির পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনায় সক্ষমতা অর্জন করেছে। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রথম ইউনিট গ্রাজুয়েশনের মাধ্যমে বাংলাদেশও পারমাণবিক বিদ্যুৎ যুগে প্রবেশ করলো। এই উন্নয়ন অগ্রযাত্রা বাংলাদেশকে একটি অনন্য উচ্চতায় আসীন করেছে।

আমি আশা করি, পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে মানবকল্যাণসহ দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন আরো বেগবান হবে। এই অর্জন শুধু পারমাণবিক শক্তির প্রতি আমাদের আত্মনিবেদনই নয় বরং আমাদের অগণিত প্রকৌশলী, বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদদের সমন্বিত প্রচেষ্টার প্রতীক যাদের নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে এই সাফল্য নিশ্চিত হয়েছে। আমি তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা, জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এটি আমাদেরকে অধিকতর সবুজ ও টেকসই ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যাবে।

সরকার দেশকে প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত ও টেকসই সমাজ হিসেবে রূপান্তরের লক্ষ্যে ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করেছে। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ স্বপ্ন পূরণে গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। আমি গভীরভাবে বিশ্বাস করি যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিরলস প্রচেষ্টা, সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা ও সাহসী সিদ্ধান্তের সুফল অচিরেই বাংলার জনগণ ভোগ করবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বৈষম্যহীন সুখী-সমৃদ্ধ ‘সোনার বাংলা’র স্বপ্ন দেখেছিলেন। আমি বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে কার্যকর অবদান রাখার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি ‘রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের’ সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসনাত/জামান/রবি/মাহমুদা/মাসুম/২০২৩/১১০০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ